মহাপ্রভু বলে "ভাই আমার নিকটে।
এইক্ষণ পঞ্চশত টাকা আছে বটে।।
ব্যবসায় লাভ করিয়াছি বিনা হাটে।
এই টাকা লভ্য আছে আমার নিকটে।।
এর এক এক শত পাবে' একজন।
এই টাকা সবে লহ করিয়া বন্টন।।"
যাঁর যাঁর অংশ সেই সেই বুঝে নিল।
তিনশত টাকা প্রতিজনে অংশ পেল।।
বিশ্বনাথ ভিটা পরে চারি সহোদর।
মহাপ্রভু র'ল আমভিটা বেঁধে ঘর।।
জমিদার ফিরে গেল সফলানগরী।
করিল বহু বিলাপ আসিয়া কাছারী।।
"কহিল নিষ্ঠুর বাণী তারা পঞ্চভাই।
উচ্ছন্ন করেছি প্রজা ভাল করি নাই।।"
রাজার মিনতি আর বন্টনের লীলা।
শ্রবণে গৃহেতে লক্ষ্মী থাকেন অচলা।।
শ্রীধাম শ্রীওড়াকান্দী প্রভুর বিরাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।

পাগল ব্রজনাথের দেহত্যাগ

প্রভু যবে রামদিয়া, ব্রজনাথ সঙ্গে গিয়া,
প্রভু সঙ্গে রঙ্গেতে বেড়ায়।
পরে উড়িয়া নগরে, 'মহাপ্রভু বাস করে,
ব্রজনাথ সফলাডাঙ্গায়।।
ফিরে এল জমিদার, প্রভু না আসিবে আর,
ওড়াকান্দী হ'ল বাসস্থান।
শুনিয়া নিষ্ঠুর বাণী, বুকে করাঘাত হানি,
ব্রজনাথ ত্যজিল পরাণ।।
গিয়া উত্তরের ঘরে, মধ্য চৌকি খাম্বা ধরে,
'দাদা! বলে ছাড়ে হুহুঙ্কার।
দাঁড়া'য়ে ত্যজিল তনু, বাহিরায় পরমাণু,
ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যায় তাঁর।।
যেন শশী প'ল খসি, ব্রজনাথ জ্যোতিঃ আসি
হরিচাঁদ পদে লুকাইল।
তার ভ্রাতাগণ যত, করিল অগ্নি সংস্কৃত,
কবি কহে রবি ডুবে গেল।।

সর্ব কর্ম শিক্ষা ভাল গৃহীজন পক্ষে

বর্ণনা অতীত ঠাকুরের লীলা যত।
আর দিন হইলেন কৃষিকার্য্যে রত।।
সফলানগরী প্রভু যবে কৈল বাস।
ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরত্ব হইল প্রকাশ।।
একদিন শুভদিন রজনী প্রভাত।
তিন ডাক ছাড়ে প্রভু "কোথা বিশ্বনাথ?"
মুহূর্তেক পরে বিশ্বনাথ উপস্থিত।
বলে "প্রভু! ডাক কেন কহ মনোনীত।"
সকলে বিস্ময় মানি আশ্চর্য্য গণিল।
কোথা হ'তে ডাকিল বা কোথা হ'তে এল?
বহুদিন বিশ্বনাথ হ'ল দেশান্তরী।
শুনিয়াছি বৃন্দাবনে হ'য়েছে ভিখারী।।
বিশ্বনাথ নিকটে কহেন হরিচাঁদ।
"ওরে বিশে! আমার হ'য়েছে এক সাধ।।
বসিয়া বসিয়া বৃথা গত হ'ল কাল।
আয় মোরা একদিন চাষ করি হাল।।
সর্বকার্য্য হ'তে শ্রেষ্ঠ কৃষিকার্য্য হয়।
এ কার্য্য না করা আমাদের ভাল নয়।।
একদিন হাল ধরি আর না ধরিব।
বলরাম ভক্ত মোরা আজ হ'তে হ'ব।।'
বিশ্বনাথ বলে প্রভু যে ইচ্ছা তোমার।
হলধর হ'য়ে অদ্য শোধিব কড়ার।।